সূচিক্রম

গ্রেইস পেইলী ৯
ক্যাথলীন জেইমী ১০
মাইকেল চিটউড ১১
হিউ সীডম্যান ১২
স্যানড্রা এম. গিলবার্ট ১৪
মেরি করনিশ ১৬
জিওভানি মালিটো ১৮
সুজান হাটন ২০
এলিজাবেথ আর. কারী ২১
ঋতিকা বাজিরানি ২২
রাসেল এডসন ২৫
নিকি জিওভানি ২৬
জুলিয়েট রোডম্যান ২৮
থমাস এম. ক্যাটারসন ৩০
রবার্ট পিন্স্কি ৩২
টম ক্লার্ক ৩৫
৩৬ সুজান ডনেলী
৩৭ রবার্ট ফিংক
৩৮ সুহের হামাদ
৪৪ স্ট্যানলি মস
৪৭ জেই নেবেল
৪৮ লিনডা প্যাসটান
৫৩ এরিন বেলিউ
৫৪ টেরেনস্ উইনচ্
৫৫ ক্রিসটিনা পিউ
৫৬ বিলি কলিনস্
৫৭ লিন্ডা গ্রেগ
৫৮ ফ্র্যান্জ রাইট
৬১ অ্যানজেলা বল
৬২ হা যিন
৬৪ ফিলিপ লেভিন

গ্রেইস পেইলী

[গ্রেইস পেইলী (Grace Paley, 1922-2007) কবি, গল্পকার ও রাজনীতিক। জন্মেছেন নিউইয়র্ক সিটির ব্রংসে, রাশিয়ান মা-বাবার ঘরে। পড়াশোনা করেছেন হান্টার কলেজে। নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছিলেন তবে ডিগ্রীর অপেক্ষা করেননি। তিনি বলেন, "কবিতার স্কুলে গিয়েছি। লেখালেখি ও ক্রাফটিং শিখেছি কবিতার কাছ থেকে।"

Long walk and IntimateTalks (1991) তার ছোট গল্প ও কবিতার সংকলন। কবিতার বই : New and Collected Poems (1992)। গগেনহাম ফেলোশিপ পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৬১ সালে এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব আর্টস্ এন্ড লেটারস্ অ্যাওয়ার্ড পান ১৯৭০ সালে।

পেইলীর জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে। War Resisters League-এর সদস্যা হিসেবে তিনি আমেরিকার ভিয়েতনাম শান্তি মিশনের সদস্যাও ছিলেন তিনি। ১৯৭৪ সালে যোগ দেন বিশ্বশান্তি সম্মেলনে। বসবাস করতেন নিউইয়র্ক ও ভারমন্ট উভয় স্টেইটে। নিউইয়র্ক স্টেইট রাইটার এবং ভারমন্ট স্টেইট পোয়েট লরিয়েট-এর পদ অলংকৃত করেছেন। ৮৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন তার থেটফোর্ড, ভারমন্টের বাড়ীতে। Vermont Woman পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে পেইলী তার স্বপ্ন সম্পর্কে বলেছিলেন, "It would be a world without militarism and racism and greed and where woman don't have to fight for their place in the world."]

মাঝে মাঝে

আমি ভুলে যাই বন্ধুদের নাম,
বাগানের ফুলের নাম।
বন্ধুরা মনে করিয়ে দেয়, গ্রেইস, শুধু আমরা,
ফুলেরা তো দাঁড়িয়ে আছে
হতচকিত মধ্য গ্রীষ্মের এই দিনে।

বহুদিন আগে মা বলেছিলেন,
ডারলিং, বুনো ফুলও রয়েছে
তবে দেখো, এগুলো আমি লাগিয়েছি।

আমার ফুলগুলো লালচে, গোলাপি আর কমলা,
বেশ পুষ্ট, নতুন পাঁপড়ি মেলে প্রতিদিন
সুগোল মুখ ভরে তোলার জন্যে

কিছু ভেবে ওঠার আগে হঠাৎ
ব'লে উঠলাম, জিনিয়া জিনিয়া জিনিয়া
রোদ-উজ্জ্বল গ্রীষ্মের বাতাস ভেসে এলো, ঘুরে বেড়ালো আর
ঝুঁকে থাকলো কিছুক্ষণ, আমি বললাম, মা।

মাইকেল চিটউড

[মাইকেল চিটউড (Michael Chitwood)-এর জন্ম ও বেড়ে ওঠা ভার্জিনিয়া ব্লু রীজ-এ। ফ্রীল্যান্স রাইটার। বসবাস করেন নর্থ ক্যারোলাইনার চ্যাপেল হিলে। ১৯৮০ সালে ইংরেজীতে বি.এ. ডিগ্রী অর্জন করেন Emory and Henry College থেকে। এম.এফ.এ. করেছেন ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কবিতার বই : Salt Works (1992); Whet (1995); The Weave Room (1998); প্রবন্ধের বই, Hitting Below the Bible Belt (1998) প্রকাশ করেছে ডাউন হোম প্রেস। মাইকেল রেডিও স্টেশন WUNC-FM-এর নিয়মিত কমেনটেটর।]

আমি হাজির, প্রভু

ছাতার শিরাল অন্ধকার
এক বিতর্ক স্রষ্টার অস্তিত্বের,

সেই ছোট্ট আশ্রয়
সংগে থাকে

আর সম্ভবত ভুলে যাই আমরা
চেয়ারের পাশে

কোনো অনভিপ্রেত
কমিটি মিটিঙে।

কী সুন্দর শব্দটা, ছাতা।
একটি ছায়া, খোলার অপেক্ষায়।

বাদুরের ডানার মতো, খোলা,
দোদুল্যমান।

ঢোলের মাথায় যেনো আলতো টোকা
বৃষ্টির

রূপালি লাঠির
তবে আমারটা সাথে নেই

তাই ভিজিয়ে দিলো বৃষ্টি আমাকে।